দৈনিক সংবাদ

17 MAR 1988

1988 কলাম 3

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

078

ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তর শিখবে কিভাবে ?

২৪শে ফাল্গুন 'সংবাদ'-এ 'একটি জিজ্ঞাসা' শিরোনামে প্রকাশিত জনাব মমতাজ জাকির [illegible] চিঠিটি পড়লাম। পত্রলেখক অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই 'সাহিত্য কথা' থেকে দুটো প্রবন্ধের উল্লেখ করে পরিশিষ্টে দেয়া দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিনীত জিজ্ঞাসা রেখেছেন, তা একজন সচেতন অভিভাবকের উৎকণ্ঠা বলেই আমরা মনে করি। আমরা এ ধরনের আরো দুটি উদাহরণের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনাব সাবু অষ্টম শ্রেণীর যে বইটির কথা উল্লেখ করেছেন, তার পদ্যাংশে কায়কোবাদের 'আজান' নামে একটি কবিতা রয়েছে। কবিতার পরিশিষ্টে ৫ নম্বরের প্রশ্নটি হলো 'মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর' এখানে কোন সুরের কথা বলা হয়েছে? সে সুরকে এ সুমধুর বলা হয়েছে কেন ? কিন্তু অবাক কাণ্ডটি হলো মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর এ লাইনটিই সে কবিতাতে ছাপা হয়নি। (দ্রঃ প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮২)।

অনুরূপ নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' বইটির প্রথম গল্পটি হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'প্রত্যুপকার' গল্পের প্রশ্নমালায় ৫ এর খ নম্বরে 'উপকারী নিঃস্বার্থ এবং প্রত্যুপকারী সকৃতজ্ঞ'-এ বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কোন বাক্য 'প্রত্যুপকার' গল্পটিতেও নেই। অথচ ব্যাখ্যার বেলায় প্রসঙ্গে উল্লেখের প্রয়োজনে তা অপরিহার্য।

বছর তিন আগেই এ বিষয়টি আমরা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে একটি চিঠি দিয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি (জনাব সাবুর উল্লেখিত আরব্য রজনীর দেশে ভ্রমণ কাহিনীর প্রশ্নটিও ছিল) দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু সে চিঠি যথাস্থানে পৌছেছিল কিনা, তা জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

মোস্তফা কামাল
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

অনার্স পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হোক

আমরা আনন্দ মোহন কলেজের ১৯৮৩-৮৪ বর্ষের সম্মান শ্রেণীর ছাত্র। আমরা যথারীতি ১৯৮৫ সালের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমরা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারিনি। পরবর্তীতে যথারীতি ১৯৮৬ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং উভয় বিষয়ে কৃতকার্য হই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নতুন বিধির ফলে আমরা ১৯৮৬ সালের অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছিনা। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কিন্তু পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী অনার্স পরীক্ষার পূর্বে সাবসিডিয়ারী পাস করলেই চলত।

যেহেতু ১৯৮৬ সালের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালে হতে যাচ্ছে, তাই আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান দুটি বছর হারিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে আর একটি মূল্যবান বছর নষ্ট করে আমাদের জীবনকে অনিশ্চিত পথে ঠেলে না দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রসংগঃ বিষয়বস্তু কর্মকর্তা

গত ৪ঠা মার্চ ১৯৮৮ তারিখের 'সংবাদ'-এ জনৈক বিষয়বস্তু কর্মকর্তার 'কৃষি বিভাগের পদবী' শিরোনামের চিঠিটি পড়লাম। চিঠির বক্তব্যের সাথে লেখক সম্পূর্ণ একমত। বি,সি,এস: কৃষি ক্যাডারে প্রথম নিয়োগ প্রাপ্ত উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদবী হল বিষয়বস্তু কর্মকর্তা (Subject matter officer) পদবীটির সংগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন সম্পর্ক না থাকায় উক্ত কর্মকর্তা কোন বিভাগে চাকরি করেন, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যই বা কি তা গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর/স্বল্প শিক্ষিত জনগণের কাছে বোধগম্য নয়। এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও পদবী শুনে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কোন অফিসে চাকরী করেন? আপনার বিষয়বস্তু কি?' ফলে নিজের পরিচিতি এবং পদবীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথেষ্ট বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে তাদের (বিষয়বস্তু কর্মকর্তাগণের) কাছে পদবীটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পদবীটি পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য।

বিগত ১৯৮৭ সালের ১লা এপ্রিল বি,সি,এস: কৃষি ক্যাডারে প্রায় ৩শ' জন কর্মকর্তা যোগদান করেন। উক্ত কর্মকর্তাগণের যোগদানের কিছুদিন পূর্বে মহা পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ-এর এক স্মারক মূলে (স্মারক নং ৪৮৩১ তারিখঃ ১১-৩-৮৭) একই বেতন স্কেল এবং পদমর্যাদায় প্রাক্তন বিষয়বস্তু কর্মকর্তা গণের পদবী পরিবর্তন করে অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা করা হয়। পদবীটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংগে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় বাস্তবসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য।

যেহেতু বিষয়বস্তু কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা পদবী দু'টির বেতন স্কেল এবং পদমর্যাদা একই—কাজেই বিষয়বস্তু কর্মকর্তা পদবীটি পরিবর্তন করে অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 'পদবী সমস্যা' থেকে অনেকটা পরিত্রাণ পাবে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিবিদ জে,সি পণ্ডিত
মতলব, চাঁদপুর।

'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' বারবার পরিবর্তনের হেতু কি ?

প্রায় দু'মাস পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ৫ই মার্চ উদযাপিত হবে। তার কিছুদিন পরে আবার জানতে পারলাম যে দিবসটি উক্ত তারিখের পরিবর্তে ১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এর কিছুদিন পরে পুনরায় বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেল যে, ১০ই মার্চের পরিবর্তে উক্ত দিবস ১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার উদযাপিত হবে। আমরা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। কিন্তু মাত্র ক'দিন পূর্বে 'দৈনিক সংবাদ' এর মাধ্যমে আবার অবগত হলাম যে, উক্ত দিবস ১৭ই মার্চের পরিবর্তে ১৯শে মার্চ শনিবার উদযাপিত হবে।

অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সামান্য একটা সিদ্ধান্ত এতবার বদলাতে হয় কেন ? পূর্ব থেকেই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয় কি ?

সনজিৎ কুমার দত্ত(খোকন)
৩য় বর্ষ (সঃ) হিসাব বিজ্ঞান শ্রেণী প্রতিনিধি, ৫৭১ই, জগন্নাথ হল, ঢাঃ বিঃ।

অনার্স পরীক্ষার তারিখ পিছাবেন না

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর সনাতন পদ্ধতির ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। জানিনা অনার্সে ভর্তি হওয়া পাপ কিনা। নইলে ৩ বছরের কোর্স পাঁচ বছরে ঝুলবে কেন ? যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা সমস্যা ও জটিলতা সত্ত্বেও ২রা মে পরীক্ষা শুরুর তারিখ ঘোষণার কথায় আমরা কিছুটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু কতিপয় আত্মহননকারী ছাত্র পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করায় আশংকার মেঘ জমতে শুরু করেছে। বরাবরই এক ধরনের ছাত্র পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলেই তা পেছানোর দাবী তোলে। দাবীর পেছনে তাদের যুক্তি দেখাতে অসুবিধা হয় না। অনেকে নিয়মিত লেখা-পড়া করেনা অনেকে পরীক্ষা আতংকের রোগে ভুগে। একাধিকবার পরীক্ষা পিছালেও তারা নতুন করে পরীক্ষা পেছানোর দাবী জানায়। এদের হাতে আমরা গরীব এবং নিয়মিত লেখাপড়া করা ছাত্রছাত্রীরা জিম্মি হয়ে পড়েছি। আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাই। ইতিমধ্যে আমাদের শিক্ষাজীবন অনেক প্রলম্বিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন তারা যেন নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা নিয়ে এবার দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

ঢাকা কলেজের কিছু পরীক্ষার্থী।